

সহীহ ইবনু হিব্বান (হাদিসবিডি)

হাদিস নাম্বারঃ ১০৯৭

৮. পবিত্ৰতা অৰ্জন (كِتَابُ الطَّهَارَةِ)

পরিচ্ছেদঃ তন্দ্রার কারণে ওয়ূ অবধারিত হয় না বরং যে ঘুমের কারণে মানুষের জ্ঞান লোপ পায়, তাতে ওয়ূ অবধারিত হয়

ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ الرُّقَادَ الَّذِي هُوَ النُّعَاسُ لَا يُوجِبُ عَلَى مَنْ وُجِدَ فِيهِ وُضُوءًا وَأَنَّ النَّوْمَ الَّذِي هُوَ زَوَالُ الْعَقْلِ يُوجِبُ عَلَى مَنْ وُجِدَ فِيهِ وُضُوءًا

আরবী

1097 _ أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى حَدَّقَنَا هَارُونُ بْنُ مَعْرُوفٍ حَدَّقَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ زِرّ قَالَ: أَتَيْتُ صَغْوَانَ بْنَ عَسَّالٍ الْمُرَادِيَّ فَقَالَ لِي: مَا حَاجَتُكَ؟ قُلْتُ لَهُ: ابْتِغَاءُ الْعِلْمِ قَالَ: فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ قُلْتُ: حَكَّ فِي نَفْسِي الْمَسْحُ فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ قُلْتُ: حَكَّ فِي نَفْسِي الْمَسْحُ على الخفين بعد الغائط والبول وكنت امرءاً مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَتَيْتُكَ أَسْأَلُكَ: هَلْ سَمعتَ مِنْهُ فِي ذَلِكَ شَيْئًا؟ قَالَ: نَعَمْ كَانَ يَأْمُرُنَا إِذَا كُنَّا فِي سَفَرٍ _ فَاقَنْ مُسَافِرِينَ _ أَنْ لاَ نَنْزِعَ خَفَافَنَا ثَلاثَة أَيَام ولياليهن ـ إلا من جنابة ـ لكن من غائط وبول ونوم.

الراوي: زِرّ | المحدث: العلامة ناصر الدين الألباني | المصدر: التعليقات الحسان على صحيح ابن حبان

الصفحة أو الرقم: 1097 | خلاصة حكم المحدث:. حسن صحيح.

قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: الرُّقَادُ لَهُ بِدَايَةٌ وَنِهَايَةٌ فَبِدَايَتُهُ النُّعَاسُ الَّذِي هُوَ أَوَائِلُ النَّوْمِ وَصِفَتُهُ أَنَّ الْمَرْءَ إِذَا كُلِّم فِيهِ يَسْمَعُ وَإِنْ أَحْدَثَ عَلِمَ إِلَّا أَنَّهُ يَتَمَايَلُ تَمَايُلًا وَنِهَايَتُهُ زَوَالُ الْعَقْلِ وَصِفَتُهُ أَنَّ الْمَرْءَ إِذَا أَحْدَثَ فِي تِلْكَ الْحَالَةِ لَمْ يَعْلَمْ وَإِنْ تَكَلَّمَ لَمْ يَفْهَمْ فَالنُّعَاسُ لَا يُوجِبُ وَصِفَتُهُ أَنَّ الْمَرْءَ إِذَا أَحْدَثَ فِي تِلْكَ الْحَالَةِ لَمْ يَعْلَمْ وَإِنْ تَكَلَّمَ لَمْ يَفْهَمْ فَالنُّعَاسُ لَا يُوجِبُ الْوُضُوءَ عَلَى الْوُضُوءَ عَلَى أَنَّ النَّاعِسُ وَالنَّوْمُ يُوجِبُ الْوُضُوءَ عَلَى النَّاعِسُ وَالنَّوْمُ قَدْ يَقَعُ عَلَى النَّعْاسِ وَالنُّعَاسُ مَنْ وُجِدَ عَلَى النَّعْاسِ وَالنَّعَاسُ وَالنَّعَاسُ عَلَى النَّوْمِ قَدْ يَقَعُ عَلَى النَّعَاسِ وَالنَّعَاسُ عَلَى النَّعْمَ وَمَعْنَاهُمَا مُخْتَلِفَانِ وَاللَّهُ عَنَى أَنَّ اسْمَ النَّوْمِ قَدْ يَقَعُ عَلَى النَّعَاسِ وَالنَّعَاسُ عَلَى النَّعْمَ الْقَوْمِ قَدْ يَقَعُ عَلَى النَّعَاسِ وَالنَّعَاسُ عَلَى النَّعْمَ وَكَا لَا اللَّهُ عَلَى النَّعْمَ الْقَوْمِ قَدْ يَقَعُ عَلَى النَّعَاسِ وَالنَّعَاسُ عَلَى النَّوْمَ وَمَعْنَاهُمَا مُخْتَلِفَانِ وَاللَّهُ عَنَى وَجَلَّ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا بِقَوْلِهِ { لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ }



[البقرة: 255] وَلَمَّا قَرَنَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي خَبَرِ صَغْوَانَ بَيْنَ النَّوْمِ وَالْغَائِطِ وَالْبَوْلِ فِي إِيجَابِ الْوُضُوءِ مِنْهَا وَلَمْ يَكُنْ بَيْنَ الْبَوْلِ وَالْغَائِطِ فَرْقَانِ وَكَانَ كُلُّ وَاحِد وَالْبَوْلِ فِي إِيجَابِ الْوُضُوءِ مِنْهَا وَلَمْ يَكُنْ بَيْنَ الْبَوْلِ وَالْغَائِطِ فَرْقَانِ وَكَانَ كُلُّ وَاحِد مِنْهُمَا قَلِيلُ أَحَدِهِمَا أَوْ كَثِيرُهُ أَوْجَبَ عَلَيْهِ الطَّهَارَةَ سَوَاءً كَانَ الْبَائِلُ قَائِمًا أَوْ قَاعِدًا أَوْ وَاكِعًا أَوْ سَاجِدًا كَانَ كُلُّ مَنْ نَامَ بِزَوَالِ الْعَقْلِ وَجَبَ عَلَيْهِ الْوُضُوءُ سَوَاءً اخْتَلَفَتْ رَاكِعًا أَوْ سَاجِدًا كَانَ كُلُّ مَنْ نَامَ بِزَوَالِ الْعَقْلِ وَجَبَ عَلَيْهِ الْوُضُوءُ سَوَاءً اخْتَلَفَتُ أَحْوَالُهُ أَو اتَّفَقَتُ لِأَنَّ الْعِلَّةَ فِيهِ زَوَالُ الْعَقْلِ لَا تَغَيُّر الْأَحْوَالِ عَلَيْهِ كَمَا أَنَّ الْعِلَّةَ فِي الْفَائِطَ وَالْبَوْلِ وَلِمُتَعْوِّطِ فِيهِ.

বাংলা

১০৯৭. যির্র রহিমাহুল্লাহ বলেন, "একবার আমি সাফওয়ান বিন আস্পাল আল মুরাদী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর কাছে আসি, তিনি আমাকে বলেন, "আপনার কী প্রয়োজন?" আমি বললাম, "ইলম অম্বেষণে এসেছি।" তিনি বলেন, "নিশ্চয়ই ফেরেস্তাগণ তাদের পাখা বিছিয়ে দেন, ইলম অম্বেষনকারী যা অম্বেষন করে, তার প্রতি সম্ভুষ্ট হয়ে।" আমি বললাম, "পেশাব ও পায়খানা করার পর মোজার উপর মাসেহ করার ব্যাপারে আমার মনে কিছুটা দ্বিধার সৃষ্টি করে। আপনি তো রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর একজন সাহাবী, এজন্য আমি আপনার কাছে আসলাম এই ব্যাপারে জিজ্ঞেস করার জন্য। আপনি কি এই ব্যাপারে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কাছ থেকে কিছু শুনেছেন?" তিনি বলেন, "হ্যাঁ, যখন আমরা সফরে অথবা (রাবীর সন্দেহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন) আমরা মুসাফির থাকতাম, তখন তিনি আমাদের আদেশ করতেন যেন আমরা আমাদের মোজাগুলো তিনদিন না খুলে ফেলি। তবে যদি আমরা জুনুবী তথা নাপাক হয়ে যাই (তাহলে খুলতে হবে) কিন্তু পেশাব, পায়খানা ও ঘুমের কারণে খুলতে হবে না।"[1]

আবৃ হাতিম ইবনু হিবান রহিমাহল্লাহ বলেন, "ঘুমের দুটি অবস্থা রয়েছে; শুরুর অব্স্থা এবং চূড়ান্ত অবস্থা। শুরুর অবস্থা হলো তন্দ্রা, এটা ঘুমের প্রাথমিক অবস্থা, এর বিবরণ হলো এই অবস্থায় কথা বলা হলে সে শুনতে পায়, বায়ু ত্যাগ করলে, সে জানতে পারে, তবে সে ক্রমাম্বয়ে ঢলে পড়ে। আর চূড়ান্ত অবস্থা হলো জ্ঞান লোপ পাওয়া। এর বিবরণ হলো মানুষ এই অবস্থায় বায়ু ত্যাগ করলে জানতে পারে না, কথা বলা হলে সে বুঝতে পায় না।



অনুরুপভাবে যে ব্যক্তি জ্ঞান লোপ পায় এমন ঘুম ঘুমায়, তবে তার উপর ওয়ূ অবধারিত হয়ে যাবে, চাই তার অবস্থা বিভিন্ন রকম হয় অথবা এক রকম হয়। কেননা এখানে ওয়ূ ওয়াজিব হওয়ার কারণ হলো জ্ঞান লোপ পাওয়া; অবস্থার বিভিন্নতা নয়, যেমনভাবে পেশাব ও পায়খানার ক্ষেত্রে ওয়ূ ওয়াজিব হওয়ার কারণ হলো এই দুটি পাওয়া যাওয়া; পেশাবকারী ও পায়খানাকারীর অবস্থার বিভিন্নতা নয়"।

English

[1] 00000000 000000 000000: 000; 000000 00000: 0/00; 00000000 0000

হাদিসের মান: হাসান (Hasan) পুনঃনিরীক্ষিত

পাবলিশারঃ হাদিসবিডি □ বর্ণনাকারীঃ যির ইবন হুবায়শ (রহঃ)

👲 হাদিসবিডির প্রজেক্টে অনুদান দিন